সমকাল

তারিখ : 05 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

শিক্ষকের মর্যাদা নিশ্চিত হোক

জন্মেজয় দে

টেলিভিশনে একটি ঢেউটিনের বিজ্ঞাপনে একজনকে বলতে শুনি– 'মাস্টারের নজর সব সময় ভালো জিনিসের দিকে'। মাস্টার বা শিক্ষক আমাদের ভালোমন্দের ফারাক বুঝিয়ে দিয়ে সঠিক পথ দেখান। একজন মানুষ যখন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেয় তখন আমরা বলি সে সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং তার কৃতকর্মের দায়ভার কিছুটা শিক্ষকের ওপরেও বর্তায়। শিক্ষকতার চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পেশা বোধকরি আর একটিও নেই। এক সময় এটা পেশা ছিল না, বরং এক ধরনের নেশা ছিল। সমাজের কিছু মানুষ শিক্ষকতাকে একরকম সাধনার বিষয় হিসেবে নিয়ে মানুষ গড়ার কাজে হাত দিতেন। এখন সময় বদলেছে, সময়ের সঙ্গে আমাদের শিক্ষকরাও হয়তো পাল্টেছেন। আমরা, আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র শিক্ষককে সম্মান করতে ভুলতে বসেছি। এখনকার সমাজ এবং মানুষ কেন শিক্ষকদের সম্মান করতে কার্পণ্য করছে? এর কার্যকারণ কি আমরা তলিয়ে দেখেছি?

শিক্ষকরা অনেক দিক থেকেই অবহেলিত একটি গোষ্ঠী। তাদের প্রায়ই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পথে নামতে হয়। তারপর পুলিশের নির্মম লাঠিপেটার শিকার হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। যারা পাঠদানের মূল কাজটি করেন সেই শিক্ষকদের বেতন বা প্রণোদনা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠলেই শোনা যায় সীমিত সাধ্যের কথা। শিক্ষকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তারা পাঠদান করবেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফল করাবেন। এর বাইরেও তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার বেলায় যত কার্পণ্য। বিশেষ করে আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের সম্মানী ও সামাজিক অবস্থান ভালো নয় বললে কম হয়ে যায়। শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা শিক্ষকদের সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করেন এমন অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। ননএমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জীবনযাপনের মর্মন্তুদ চিত্র মাঝে মধ্যে আমরা জানতে পারি।

শিক্ষা ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির দিকে যারা নজর রাখেন তারা জানেন, এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ছাপিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতি, রাজনীতি বা উন্নয়নের তত্ত্ব বেশি প্রভাবক হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, 'দাতাগোষ্ঠী এরাই এখন অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা ও নীতি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে। তারা এসব রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যয় কেমন হবে এবং কোন কোন খাতে কত ব্যয় হবে তারও পরামর্শ দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এদের কমবেশি প্রভাব রয়েছে। কিছু দিন থেকে আমরা শিক্ষা থেকে অর্থনৈতিক রিটার্নের ওপর জোর আরোপ করতে শুরু করেছি। শিক্ষা থেকে মানবিক প্রাপ্তির বিষয়গুলো কাগজে-কলমে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষকে চড়া দামে এ পণ্য কিনতে নানাভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে। শিক্ষা যখন একটি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় তখন শিক্ষকের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? এ অবস্থায় শিক্ষকরা শিক্ষাগুরুর উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠান থাকতে পারেন কি-না তা দেখার বিষয়। শিক্ষার অবাধ বাণিজ্যিকীকরণের এ যুগে শিক্ষকতাকে আর দশটি পেশা থেকে আলাদা চোখে দেখা আসলেই কঠিন।

আগে সমাজ শিক্ষককে যে দৃষ্টিতে দেখত তাতে পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষক ধীরে ধীরে তার মর্যাদার আসন হারিয়েছেন। আগে তারা সমাজ গড়ায় যে রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এখন আর তা পারছেন না। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষাদানের পাশাপাশি, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগও এখন অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে। আমরা সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আর আগের মতো পরামর্শ চাইতে যাই না। আমরা কোন শিক্ষক প্রাইভেট বা কোচিং করান তা খুঁজি। তাকে আমরা অর্থ দেব, বিনিময়ে তিনি আমার বা আমাদের সন্তানের জন্য ভালো ফলাফল নিশ্চিত করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কমিটি তাকে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করবে। অন্যদিকে শিক্ষকদের এই পরিবর্তিত অবস্থায় জীবনধারণ করতে গিয়ে অনেক কিছুর সঙ্গে আপস করতে হয়। অনেকে অধিক অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রাইভেট বা কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। এ ছাড়াও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত বাণিজ্যিক প্রবণতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমাদের শিক্ষকদের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের কিছু শিক্ষকের নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার সংবাদ উঠে এসেছে। শিক্ষকের দোষ-ত্রুটি থাকতেই পারে। সে জন্য তার বিভাগীয় বা প্রচলিত আইন কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিচার হতে পারে। আমরা যদি সরাসরি একজন শিক্ষকের গায়ে হাত তুলে ফেলি তখন বুঝতে হবে সমস্যা গভীর। আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষকের আসন অনেক উপরে ছিল। গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক তাদের আমরা আলাদা নজরে দেখতাম। পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় আমাদের শিক্ষকরা সে অবস্থানে আর নেই। আমাদের শিক্ষকরা আজকের এ অবস্থায় আসার পেছনে অনেক কিছুর প্রভাব রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় হয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে নিবেদিতপ্রাণ ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। ভালো শিক্ষক পেতে হলে এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তারা যাতে সম্মানের সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। এটা বর্তমান সময়ে কীভাবে সম্ভব তা আমাদের রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ, শিক্ষক সংগঠন সবাই মিলে ভেবে বের করতে হবে।

• শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মী